হিড সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লিঃ এর ক্রমবর্ধমান সফলতার বিবরণ:
রেজি নং:১৮/ঝি, তারিখ: ২০/০৫/২০১৯খ্রি.
ঠিকানা: গ্রাম: চাঁদপুর, পো: কন্যাদহ, উপজেলা: হরিণাকুন্ডু, জেলা: ঝিনাইদহ।

ঐতিহ্যবাহী ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলায় চাঁদপুর নামক গ্রামের কয়েক জন স্বল্প শিক্ষিত বেকার যুবক একত্রিত হয়ে নিজেদের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে হিড সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতিটি গঠন করে এবং জেলা সমবায় কার্যালয়, ঝিনাইদহ হতে সমিতিটি বিগত ২০/০৫/২০১৯খ্রি. তারিখ নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। নিবন্ধনের সময়ে এই সমিতিটি নিয়ে সদস্যদের মধ্যে বিস্তর আকাঙ্খা ও বৃহৎ পরিকল্পনা ছিল না। ধীরে ধীরে সদস্যরা তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সমিতিতে গচ্ছিত রাখতে শুরু করে। এভাবে কিছু দিন পর দেখা যায় যে, সমিতিতে একটি আশাব্যঞ্জক তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক তখনই সমিতির সদস্যদের মাঝে এই মর্মে আশার আলো তৈরী হয় যে, এই সঞ্চিত অর্থ যদি তারা কোন লাভজনক খাতে কাজে লাগিয়ে বা বিনিয়োগ করে কিছু মুনাফা অর্জন করা যায় তাহলে সমিতির সদস্যরা আর্থিক ভাবে উপকৃত হতে পারবে। ঠিক এই সরল চিন্তা নিয়েই সদস্যরা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে তথা নিজেদের আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য সমিতি হতে স্বল্প সুদে পণ্য ঋণ গ্রহণ করতে শুরু করে। পণ্য ঋণের মধ্যে নিজেদের বসত বাড়ির উন্নয়ন, ভ্যান গাড়ি ক্রয়, যাত্রীবাহী অটো ভ্যান ক্রয়, পাওয়ার টিলার ক্রয়, ট্রাক্টর ক্রয়, গবাদি পশু ক্রয়, মুদি দোকান ও কৃষির বহুমূখী চাহিদা পূরনের জন্য ক্রয় ইত্যাদি। এভাবে একদিকে সমিতি হতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে স্বল্প শিক্ষিত লোকগুলো তাদের পরিবারের অত্যাবশকীয় সমস্যাগুলো সমাধান করে, অন্যদিকে তাদেরই প্রদেয় সুদের ক্ষুদ্র অংশ সমিতিতে জমা হয়ে একটি বৃহৎ মূলধন গড়ে ওঠে।

এভাবেই যখন সমিতির অবস্থা পরিবর্তন হতে শুরু করে, তখন সদস্যরা তাদের কর্মকান্ডের ব্যাপ্তি বা পরিধিও বৃদ্ধি করতে থাকে।

এ পর্যায়ে সমিতির উদ্দেশ্য গুলো নিম্নরুপ:

(১) সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে আর্থিক সমৃদ্ধি করা।
(২) দারিদ্র বিমোচনে স্ব-কর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগ সমূহ বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যদের ঋণ প্রদান করা।
(৩) বেকারত্ব দূরীকরনে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বৃত্তিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান।
(৪) সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সহায়ক কুটির শিল্প ও মাঝারী শিল্প স্থাপনে ভূমিকা নেয়া।
(৫) সমবায়ের ভিত্তিতে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর অবদান রাখা।
(৬) সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করা।
(৭) ভোগ্যপন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ করা।
(৮) সদস্যগণের উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করনে সহায়তা প্রদান করা।

<u>সমিতির বর্তমান চিত্র:</u>

ক) সদস্য সংখ্যা: ৫৯ জন
খ) সর্বশেষ নির্বাচনের তারিখ: ১৭/০৫/২০২৪ খ্রি.

গ) শেয়ার আমানত: ৩০,২০০/- টাকা
ঘ) সঞ্চয় আমানত: ৭,৫৪,৮৫৫/-টাকা
ঙ) বছরে নীট লাভ: ৩৯,৪১৮/-টাকা
চ) মোট কার্যকারী মূলধন: ৮,১১,৬৪১/-টাকা
ছ) সমবায় উন্নয়ন তহবিল বাবদ(৩%): ১,১৮৫/-টাকা
জ) বিগত তিন বছরে ঋণ বিতরণের পরিমান: ৩৫,১০,৯০০/-টাকা
ঝ) লভ্যাংশ বিতরণ: ২১,০০০/-টাকা
ঞ) নিরীক্ষা ফি প্রদান: ৩৯০০/-টাকা

সমিতিটি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে ইতিমধ্যেই সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। সমাজের গরীব-অসহায় ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠির সহায়তা কল্পে সমিতিটি ইতিমধ্যে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। যার সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো।

(ক) শীত বস্ত্র বিবতণ:

বিগত বছরগুলোতে এদেশে শীতের তীব্রতা অতি মাত্রায় ছিলো। তাই এলাকার দরিদ্র শীতার্ত মানুষের শীত লাঘবের জন্য তাদের মাঝে কম্বলসহ বিভিন্ন শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয় সমিতির পক্ষ থেকে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শীত বস্ত্র বিতরণ কালে খুলনা বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক মহোদয় ও জেলা সমবায় অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

স্থির চিত্র

সমিতির পক্ষ থেকে শীত বস্ত্র বিতরণ।

(খ) বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী:

সামাজিক বনায়নের অংশ হিসাবে সমিতিটির মাধ্যমে অত্র এলাকায় ব্যাপকভাবে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সমিতিটি নিজ উদ্যোগে রাস্তার পার্শ্বে, সদস্যদের বাড়িতে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জায়গায় ব্যাপক ভাবে বৃক্ষ রোপন করছে। এছাড়া বিভিন্ন পেশার লোকজন ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে বৃক্ষ চারা বিতরন করেছে।

স্থির চিত্র

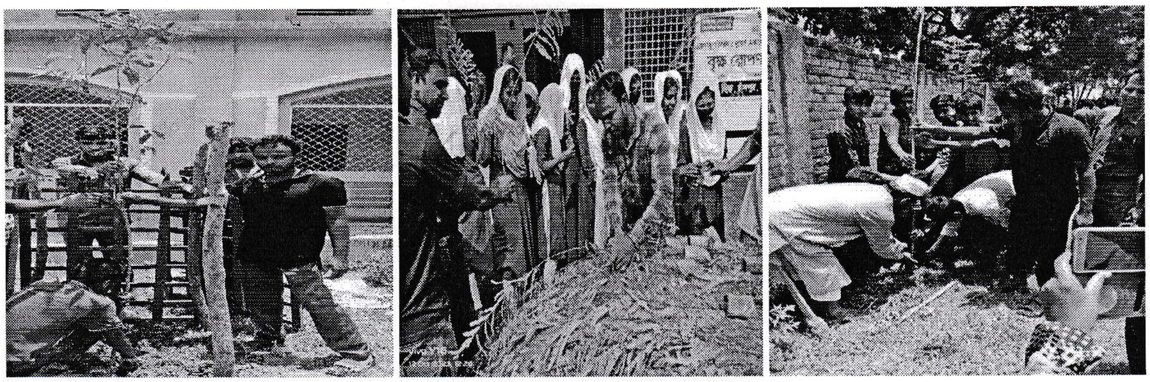

বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী

(গ) বালাই নাশক উপকরণ বিতরণ:

এতদ্‌অঞ্চলে ধান ও অন্যান্য ফসলে নানা রকম কীট-পতঙ্গ আক্রমন করে এবং বিভিন্ন সংক্রামন রোগ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। কীট-পতঙ্গ দমন ও ফসলের সংক্রামন রোগ নিরাময়ের জন্য সমিতির পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দরিদ্র কৃষকদের বালাই নাশক উপকরন বিতরণ করা হয়। এর ফলে একদিক যেমন কৃষকরা উপকৃত হয় অন্যদিকে ফসলের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

স্থির চিত্র

সমিতির পক্ষ হতে বালাই নাশক উপকরণ বিতরণ।

(ঘ) সমন্বিত বীজতলা আবাদ:

সমিতির সদস্যদের সুবিধার্থে উপযুক্ত স্থানে সমিতির উদ্যোগে বীজতলা আবাদ করা হয়। এতে করে সদস্যদের খরচ, সময়, শ্রম ইত্যাদি সাশ্রয় হয়।

স্থির চিত্র

সমিতির উদ্যোগে বীজতলা আবাদ।

(ঙ) নার্সারী প্রকল্প:

সমিতির উদ্যোগে নার্সারী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত নার্সারীতে বিভিন্ন বনজ, ফলজ ও ঔষধী বৃক্ষের চারা উৎপাদন করা হয়। উক্ত নার্সারী থেকে উৎপাদিত বৃক্ষের চারা বিক্রয় করা হয় এবং সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্যে সমিতির উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন ও বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

স্থির চিত্র

সমিতির উদ্যোগে নার্সারী প্রকল্প।

যদিও সমিতিটির নিবন্ধনের বয়স ৫(পাঁচ) বছর মাত্র। তথাপি সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও অগ্রযাত্রার ধারা অব্যাহত রাখার জোর প্রচেষ্টা চলমান আছে। সমিতির সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋণ সহায়তা এবং বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় সমিতিটি ভবিষ্যতে দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হবে।